মোমবাতি

যান্ত্রিক পরিচালিত
কোয়ালিটি পিকচার্সের
মোমবাতি
চিত্রে
উত্তম·সুপ্রিয়া·অনিল
মাঃ অর্ঘ্য
সঙ্গীত নচিকেতা ঘোষ

শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী ও অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত

কোয়ালিটি পিকচার্সের নিবেদন

মোমবাতি

কাহিনী :

মহাশ্বেতা দেবী

পরিচালনা :

যাত্রিক

সংগীত :

নচিকেতা ঘো

প্রধান সম্পাদক :

অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী

অতিরিক্ত কাহিনী ও চিত্রনাট্য : উমানাথ ভট্টাচার্য ও যাত্রিক ॥ গীতরচনা : গৌ
প্রসন্ন মজুমদার ॥ আলোকচিত্র : অনিল গুপ্ত, জ্যোতি লাহা ॥ কর্মাধ্যক্ষ : অন
বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শিল্প নির্দেশনা : সুবোধ দাস ॥ শব্দ পুনঃর্যোজনা ও সংগীত গ্রহণ
সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ শব্দ গ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত ও সোমেন চ্যাটার্জী ॥ রূপসজ্জা
নিতাই সরকার ও অনাথ মুখার্জী ॥ বেশবিন্যাস : সিনে ড্রেস ॥ স্টুডিও তত্বাবধান
আনন্দ চক্রবর্তী ॥ সাজসজ্জা : কানাই দাস ॥ পটশিল্প : প্রবোধ ভট্টাচার্য ॥ দৃশ্যসজ্জা
চিরঞ্জীব, বৈজু, বেণু, দ্বিজ, তমেশ্বর ॥ আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জ
দাস, সলিল শর্মা, তারাপদ, কাশী ও সুভাষ ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন স্টুডিও ॥ চি
চিত্র গ্রহণ : এড্না লরেঞ্জ ॥ প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত ॥ প্রচার অঙ্কন
ডিজাইন, নির আর্ট, এ, কে, কনসার্ণ, রতন বরাট, ভবানীপুর লাইট হাউ
সিলকো প্রিণ্ট ॥ প্রচার উপদেষ্টা : শ্রী পঞ্চানন ॥

সহকারীবৃন্দঃ পরিচালনায় : নারায়ণ দাশগুপ্ত, উমানাথ ভট্টাচার্য, তরুণ মৈত্র ॥ সংগীত পরিচালনায় : ভি, বালসারা ॥ চিত্রগ্রহণে : সঞ্জয় সুবেদার, জনক ঘোষ ও বাউরি জানা ॥ সম্পাদনায় : প্রতুল রায়চৌধুরী ॥ ব্যবস্থাপনায় : অসিত বসু, হাবুল রায় ও রমেশ অধিকারী ॥ রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী ॥ পটশিল্পে : হরেন দাশ ॥ শব্দগ্রহণে : বাবাজী, শ্যামল ॥ সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুনঃর্যোজনায় : বলরাম বারুই, প্রভাত বর্মন, কনক ঘোষ, অরবিন্দ সেন ॥ প্রচারে : বারীন ঘোষ, এম, এ, নিকুঞ্জ কিশোর বসু, কল্যাণী দত্ত ॥ সেট অর্কেষ্ট্রা : পিণ্টু ঘটক ও সম্প্রদায় ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রী অমর নান, মিত্র লাইব্রেরী (প্রফুল্ল দা), হসপিটাল এ্যাপ্লায়েন্সেস্, চন্দ্র এ্যাণ্ড সন্স্ ॥

● কণ্ঠ সংগীতে : উৎপলা সেন, আরতি মুখার্জী, সর্বানী ঘোষ, সম্পূর্ণা ঘোষ ॥ ●

টেকনিসিয়্যান্স স্টুডিওতে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত ॥

● ●

রূপায়ণে : **উত্তম কুমার, অনিল চ্যাটার্জী, দিলীপ মুখার্জী, মাঃ অর্ঘ্য, অনাদি বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত দে,** খগেন পাঠক, ডাঃ নিতাই বর্মন, মিহির সরকার, দেবেন ভট্টাচার্য, দীপক ঘোষ, জগৎ মজুমদার, রামপ্রসাদ, বলরাম রায়, হাবুল রায়, নারায়ণ দাশগুপ্ত, ডাঃ বলাই দাস, সুবোধ গায়েন, ভবতোষ ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, মাঃ অংশুমান, নিমাই দত্ত, সুধীর রায়, প্রভাত মুখার্জী, মাঃ টুটুন, মাঃ বুবুন, মাঃ শঙ্কর, মাঃ অভিজিৎ, মাঃ তপন, মাঃ সুব্রত, মাঃ অপরেশ, মাঃ সঞ্জীব ॥ **সুপ্রিয়া দেবী, ছায়া দেবী, সুব্রতা চ্যাটার্জী, নন্দিতা বসু,** গীতা দে, বুলা ঘোষ, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, রমা সেনগুপ্ত, অঞ্জলি ঘোষ, গীতা প্রধান, নীলিমা চক্রবর্তী, সোনা ভট্টাচার্য, ডলি বাগচী, দেবযানী, মৈত্রেয়ী দেবী, শিখা, গীতা চক্রবর্তী, সুতপা, সংযুক্তা, শর্মিষ্ঠা, রুমা, সোমা ও আরো অনেকে ॥

বিশ্ব পরিবেশনা : **ছায়াচিত্র**

২০, চাঁদনী চক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭২

কাহিনী

জীবনজ্যোতি শিশু সদন। এখানকার সুপারিনটেনডেন্ট অনীতা বিলেত থেকে চাইল্ড সাইকোলজি নিয়ে পাশ করে এসেছে। এর জন্মকাল থেকে মানদা শিশুসদনে বহাল আছে। সংসারে তার নিজের বলতে কেউই নেই। এখানকার ছেলেমেয়েরাই তার আপনজন। তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অংশীদার মানদা।.....

প্রফেসর অনাদি সেন ও স্ত্রী শেফালীর ছোট্ট সংসার। সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য আছে, কিন্তু সুখ নেই ; কারণ তারা অপুত্রক। শেফালী উদ্যোগী হয়ে আশ্রম থেকে লালুকে নিয়ে এলো নিজের ছেলের মতো মানুষ করবে বলে। তার নাম রাখলো দীপক সেন।

অথচ অনাদি লালুকে খোলা মনে গ্রহণ করতে পারছে না। লালুকে নিয়ে শেফালী দূরে সরে রইলো। ক্রমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে একটা প্রাচীর গড়ে উঠতে লাগলো।

আচ্ছন্নের মতো দিনগুলো কেটে যায় শেফালীর। লালুকে নিয়ে সারাক্ষণ সে তন্ময় হয়ে থাকে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন অনুভব করলো, তার জঠরে জন্ম নিচ্ছে এক শিশু ; পলে পলে বেড়ে উঠছে তার নিজের রক্ত-মাংসে গড়া নিজের সন্তান। শেফালীর জীবনে এ এক নতুন বিস্ময়। এই কামনাই তো সে করে এসেছে এতকাল। এবার তার চোখে পৃথিবীর রং পালটে গেল।

জন্ম নিলো নতুন শিশু। এ বাড়িতে লালুর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল বোধহয়। কিন্তু লালু ? সে জীবনে প্রথম মা ডাকতে শিখেছিল শেফালীকে। সেই মা তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় কেন ?

অনাদি শেফালীকে মৃদু তিরস্কার করে : আপন-পর কথাটা বড় গোলমেলে শেফালী—তুমি যা দিতে পার, দুজনকে সমান ভাগ করে দিতে পার না ?

কিন্তু শেফালীর কাছে লালু ততদিনে আস্তাকুড়ের জঞ্জালে পরিণত হয়েছে। শাসনের নামে শুরু হয়েছে অত্যাচার। যে অনাদি লালুকে খোলা মনে গ্রহণ করতে পারে নি বলে শেফালী একদিন অনুযোগ করেছিল, সে-ই আজ লালুকে কেন একান্ত আপনজন বলে কাছে টেনে নিতে চাইছে।

কিন্তু শিশু-মনে ব্যথা বড় তীব্রভাবে বেজেছে ; মা তাকে অস্বীকার করছে। অগত্যা ফিরতে হলো তার আজন্ম-পরিচিত অনাথ আশ্রমের আশ্রয়ে—মানদার কোলে।...

আশ্রমে অনীতার অনুশাসনে ছেলেমেয়েরা ব্যতিব্যস্ত ; তারই মাঝে শিশু-তীর্থের মেলা। হাসি-গান-বিক্ষোভ-প্রতিবাদে লালুই এদের মধ্যমণি।...

একদিন অনীতার বান্ধবী জয়িতা এলো অনীতার সঙ্গে দেখা করতে। জীবনে একদিকের চাওয়া ফুরিয়ে গেছে জয়িতার। পাইলট স্বামী সন্দীপ্ত দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। ডাক্তার বলেছে : জয়িতা যেন সন্তানের আশা আর না করে.....সন্দীপ্ত অক্ষম। সন্দীপ্তের মনের বিকার যাতে না ঘটে এই আশায় অনীতাকে বলেছে একটা ছেলে দিতে যাকে সে নিজের মত করে মানুষ করবে ; সে বুঝবে সে মরে গেল না—সেই ছেলের মধ্যে বেঁচে রইলো। অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে সন্দীপ্ত।

লালুকে নিয়ে এল জয়িতা। সন্দীপ্ত মহা খুশী লালুকে পেয়ে। নাম দিল উদিত।

সন্দীপ্ত মেতে উঠলো উদিতকে নিয়ে ; কত খেলা, কত হাসি ; আনন্দের আর সীমা রইলো না।

গায়িকা জয়িতা গান নিয়েই থাকে। আজ রেডিও, কাল সংগীত সম্মেলন—কাজের আর অন্ত নেই।

একদিন জয়িতা এক অনুষ্ঠানে গান গাইতে যাবে ; বিদায়কালে লালু জয়িতার পরনের শাড়ীটা দেখে বলে উঠলো : এটা সেই শাড়ীটা না, যেটা পরে তুমি আমাদের আশ্রমে যেতে ?

যে-বিকারের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য সন্দীপ্তর এত প্রয়াস, লালুর প্রশ্ন শুনে মূহুর্তে সব মিথ্যে হয়ে গেল। একটা ঘৃণ্য স্মৃতিতে যেন আবার আঁচড় পড়লো। তাই আবার সে সন্দেহ করতে শুরু করলো জয়িতাকে। সন্দীপ্তের ধৈর্য এক-দিন বাঁধ ভাঙ্গলো। উচ্চারিত হলো জয়িতার বিরুদ্ধে তার স্পষ্ট অভিযোগ : কেন সে তার অবৈধ প্রেমের কথা গোপন করে রেখেছিল ? যুক্তিবোধ, কাণ্ডজ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে প্রায় অর্ধোন্মাদ সন্দীপ্ত লালুকে আঘাত করে বসলো।

এখন কি বলবে জয়িতা ? কি জবাব দেবে তার প্রশ্নের ? আর লালু ? সে আবার ফিরে যাবে আশ্রমে জননী মানদার কোলে ? না ক্ষতবিক্ষত মন নিয়ে মুখবুজে সহ্য করবে জয়িতার ব্যবহার—সন্দীপ্তর সুপ্তঘৃণা।

কিন্তু কেন ?

লালুর দোষ কোথায় ? কেন সবাই তাকে ভালবেসে সংসারে স্থান দেয় আবার সুযোগ বুঝে তাকে স্নেহচ্যুত করে নির্মমভাবে ফিরিয়ে দেয় তারই অনাথ আশ্রমে।

এই দ্বিমুখী জীবন স্রোতে লালু কোথায় খুঁজে পাবে তার নিশ্চিন্ত নীড় ?

সন্দীপ্ত ও জয়িতার অশান্ত জীবনের শেষ পরিণতিই বা কোথায় ?

জীবন স্রোতে এরা সবাই কি নিঃসঙ্গ শেওলার মতো শুধু ভেসেই বেড়াবে ? এর শেষ কোথায় ?.....

সঙ্গীত

• কণ্ঠ—উৎপলা সেন •

দুধের দাঁতও পড়ে যায়
বুকের দুধও শুকিয়ে যায় ॥
শুধু নাড়ির বাঁধন ছেঁড়ে কি গো
কেউ যদি তা ছিঁড়তে চায় ॥
যে ছেলে তার মাকে হারায়
তাকে মা সেজে ঘুম
ঘুম যে পাড়ায়
যে নারী হায় হলো না মা
সান্ত্বনা সে কোথায় পায়।

• কণ্ঠ—কুমারী সম্পূর্ণা ঘোষ,
সর্ব্বানী ঘোষ •

আট কৌড়ে বাট কৌড়ে
বাজার সরকার আসে দৌড়ে
কি বাজার নিয়ে এলো
যা এনেছে তাই গেলো
মাছ কৈ
চিলে নিলো
কত মাংস ফর্দে ছিল
পাঁচ কিলো
আনলো কত ?
দেড় কিলো
বাকিটা
বাকি পয়সা মেরে দিল।
ড্যাং ড্যাডা ড্যাং
বামুন ঠাকুন সেও আমাদের
মারছে যে ভাই ল্যাং
বিদঘুটে তার রান্না খেলে
কান্না আসে বুকটা ঠেলে
মুখ পোড়া ঝালে
নুন পোড়া ডালে
এ্যাং ব্যাং চ্যাং
আম পাতা জোড়া জোড়া
আসছে তেড়ে পাগলা ঘোড়া
জুতোর শব্দ খট্ খট্
কেটে পড়, চট্ পট্
থুড় থুড়ি এক বুড়ি আছে এই গোয়ালে
আমাদের ভার নিয়ে বাঁধা সেও জোয়ালে
নড় বড়ে তার দাঁতগুলি হাত পাও চলে না
চোখে সে তো দেখে যায়
মুখে কিছু বলে না
তাকে দেখে মাকে মনে পড়ে রাত পোহালে
থুড় থুড়ি এক বুড়ি আছে এই গোয়ালে।

• কণ্ঠ—আরতি মুখার্জী •

বাঁশিতে বাহার ছিল
এখন বেহাগ
ভুলে যেতে চাই স্মৃতি
মোছে না'তো দাগ
ফেলে আসা দিনগুলো
ওড়ায় স্মৃতির ধূলো
সে ধূলোতে ঢাকা পড়ে
গেছে অনুরাগ
চেয়েছিতো কতকিছু
কি আর পেলাম
কোন পথে যেতে গিয়ে
কি আর পেলাম
হিসাব মেলাতে গেলে
শুধু যে ক্ষতি মেলে
কাঁটা ঘেরা ফুলে আমি
ব্যাথারি পরাগ।

• কণ্ঠ—আরতি মুখার্জী •

যা গেছে তা যাক
শুধু থাক
পড়ে থাক
কিছু গানের কলি
আর কিছু কিছু সুর এই প্রাণে
জ্বলে যাক পুড়ে যাক
অতীতের স্মৃতিটা
মুছে যাক পুড়ে যাক
মিলনের তিথিটা
আর ফিরবো না আমি ফিরবো না
ফিরবোনা পিছনের টানে
আজ নতুন নতুন সুর
নতুন নতুন গান
ভ্রমরের গুন গুন গুন
গুন গুন গুন গুন গুন গুন
সুদিনের জীবনে
এসোনা হেসে নিই
দিয়ে মন নিয়ে মন
ভাল নয় বেসে নিই
মানবো না বাধা মানবো না
মন হারাবো কোথায় কে জানে ?

• কণ্ঠ—আরতি মুখার্জী •

সব ভালো যার শেষ ভালো
চাঁদ ভালো জোছনা হোলে, জোছনা হোলে
শিশু ভালো মায়ের কোলে, মায়ের কোলে
প্রদীপ ভালো যখন জ্বলে
দেয় সে শুধু আলো
সব ভালো যার শেষ ভালো
যে আকাশটা কাঁপে ঝড়ে
শান্ত সে হয় ঝড়ের পরে
দুঃখ সে ত' সুখের ছায়া
যেন সাদার পাশে কালো
সব ভালো যার শেষ ভালো।
সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
বর্ষা দিয়ে ফাগুন আসে
কাঁদে যারা তারাও হাসে
ভুল বোঝারই বোঝা নিয়ে কেন
অমৃতে বিষ ঢালো
সব ভালো যার শেষ ভালো
সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।